

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

12292 - সাধ্যানুযায়ী আত্মীয়তার হক আদায় করা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমার কয়েকজন ববিহতি বোন রয়েছেন। বাবা মারা যাওয়ার পর আমার মা অন্য লোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। আমি চাকুরী করি সিনোবাহিনীতে। তাদেরকে দেখাশুনা করতে যাওয়ার আগ্রহ আছে। কিন্তু চাকুরীর কারণে যতে পারি না। আমি নিজেকে বিবাহিত। আমি যদি আমার পরিবারকে রেখে যাই ন্যূনতম ৩ দিন সখোনে থাকতে হবে। এ সময়কালে আমার স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যাপারে আশংকায় থাকতে হয়। এমতাবস্থায় আমি কি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্কারী হব; যদি দীর্ঘ ১০ মাস যাবত আমি তাদেরকে দেখতে যতে না পারি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

সাধ্যানুযায়ী আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ফরজ। প্রাধান্য পাবে নিকটতর আত্মীয়; এরপর তার পরের স্থানে যারা রয়েছেন তারা। আত্মীয়তার হক আদায় করার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ নহিতি রয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্কারী হারাম ও কবরী গুনাহ। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “ক্ষমতালাভকরলগে, সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে অনর্থসৃষ্টিকরবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্কারবে। এদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করনে, অতঃপর তাদেরকে বধি ও দৃষ্টশিক্তহীন করনে।” [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ২২, ২৩] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্কারী জান্নাতে প্রবেশে করবে না।” [সহিহ মুসলিম] এছাড়াও এক ব্যক্তি যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেসে করলনে: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কার সবা করব? তিনি বললনে: তোমার মায়েরে। লোকটি বলল: এরপর কার? তিনি বললনে: তোমার মায়েরে। লোকটি বলল: এরপর কার? তিনি বললনে: তোমার মায়েরে। লোকটি বলল: এরপর কার? তিনি চতুর্থবারে বললনে: তোমার বাবার। এরপর ক্রমধারায় অন্য নিকটাত্মীয়দেরে। [সহিহ মুসলিম] সহিহ হাদিসে আরও এসছে- “যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তারা বুজিরিজগারে বরকত আসুক এবং মৃত্যুর পর তার সুনাম অটুট থাকুক সে যেনে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে”।

এ অর্থবোধক হাদিস আরও অনেকে রয়েছে। আপনার কর্তব্য হচ্ছে- সাধ্যানুযায়ী আত্মীয়তার হক করা। যদি সম্ভব হয়

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

দখেতে যাওয়ার মাধ্যমে। কথিবা চঠিপিত্ররে মাধ্যমে, কথিবা টলেফিনেরে মাধ্যমে। নকিটাত্মীয় গরীব হলে সম্পদ খরচ করেও আত্মীয়তার হক আদায় করার বখান রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর”আল্লাহ আরও বলেন: “আল্লাহ সাধ্যরে বাইরে কারো উপর দায়ত্বারোপ করনে না।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “আমি যখন তোমাদেরকে কোন নরিদশে দহে তখন সাধ্যানুযায়ী তোমরা সে নরিদশে পালন কর।”[সহহি বুখারি ও সহহি মুসলমি]

আল্লাহ সকলকে তাঁর সন্তুষ্টির কাজ করার তাওফিক দিনি